বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর: ২০২৫-২০২৬

উপজেলা পরিষদ
বদরগঞ্জ, রংপুর ।

বদরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ
রংপুর

সার্বিক সহোযোগীতায়

বদরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং
সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, বদরগঞ্জ, রংপুর।

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২৫খ্রিঃ

উৎসর্গ

বদরগঞ্জ
উপজেলার সকল
জনগণ

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিবরণ
	মুখবন্ধ..........
	বাণী..........
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য)
১.১	উপজেলার পটভুমি..........
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস..........
১.৩	উপজেলার মানচিত্র..........
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি..........
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি..........
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন..........
১.৭	উপজেলার নদ-নদী..........
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ..........
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য..........
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য..........
২.২.১	ইউনিয়ন..........
২.২.২	সমাজসেবা..........
২.২.৩	বিআরডিবি..........
২.২.৪	কৃষি..........
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা..........
২.২.৬	মৎস্য..........
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য..........
২.২.৮	মহিলাবিষয়ক..........
২.২.৯	ভুমি ও রাজস্ব..........
২.২.১০	যোগাযোগ..........
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা..........
২.২.১২	প্রাণী সম্পদ..........
২.২.১৩	সমবায়..........
২.২.১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস..........
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)
২.১	পরিকল্পনা কি..........
২.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ ....
২.৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল..........
	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ
৩.১	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ..........

ক্র: নং	বিবরণ
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)
	৪.১ উপজেলার সম্পদ বিবরনী
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)
	৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন ....
	৫.২ রুপকল্প নির্ধারণ..
	৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ ....
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)
	৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম ....
	৬.২ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ....
৭.	সপ্তম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)
	৭.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য...
	৭.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড...
	৭.৩ মনিটরিং ফরম্যাট...
	৭.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো..
৮.	নবম অধ্যায় (সচিত্র উপজেলা পরিষদ)
	৮.১ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা..
	৮.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা.....

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। বদরগঞ্জ উপজেলা ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ এই উপজেলার আওতাভুক্ত ১৭টি ইউনিয়ন, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ

উপজেলার ইতিহাস এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য

রংপুর জেলার আটটি উপজেলার মধ্যে বদরগঞ্জ একটি উপজেলা । রংপুর শহর থেকে ২৩ কি:মি: পশ্চিমে বদরগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। এর উত্তরে তারাগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে সদর উপজেলা, দক্ষিণে মিঠাপুকুর ও দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে ইতিহাস আলোড়িত করতোয়া নদী ও দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার অবস্থান। জানা যায় বদরগঞ্জ উপজেলা বিখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক হযরত বদর শাহ্ এর নাম অনুসারে হয়েছে। বদরগঞ্জ উপজেলা ১০ টি ইউনিয়ন এবং ১ টি পৌরসভার সমন্বয়ে গঠিত। উপজেলার সর্বমোট আয়তন ৩০১.২৯ ব:কি। সর্বশেষ আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৮৭৭৪৬ জন (১৪৪২৫৪ জন পুরুষ ও ১৪৩৪৯২ জন মহিলা)। এ উপজেলা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত তিন চতুথাংশ বারেন্দ্রীক এবং বাকী অংশ পলি ও বালু মাটি দ্বারা সবুজ সমতল ভূমিতে গঠিত। তাছাড়াও কোন কোন এলাকা বাদামী মাটিতে গঠিত বলে অনুমিত হয় যা স্থানীয়ভাবে কুমার মাটি বলে অভিহিত। এখানকার মধুপুর, গোপালপুর কুতুবপুরের উত্তরাংশ, রামনাথপুর গোপীনাথপুর, রাধানগর ছাড়াও লোহানীপাড়া ও কালু পাড়ার কিছু এলাকা লালমাটিতে সমৃদ্ধ। অধিকাংশ মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। বদরগঞ্জ উপজেলার মধ্যদিয়ে চারটি নদী যমুনাশ্বরী, চিকলী, করোতোয়া ও ঘৃলাই নদী প্রবাহমান। বদরগঞ্জ উপজেলা মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্মানুসারী মানুষের সৌহাদ্যপূর্ণ বাসস্থান। এখনে বাঙালী জাতির সাথে নৃতাত্তিক জাতিগোষ্ঠ যেমন সাঁওতাল, উড়াও, মুসহার, তুরি , রাজবংশী ইত্যাদি বসবাস করেন। এ উপজেলায় শিক্ষার হার ৫৫%। ঐতিহাসিক ভাবে বদরগঞ্জ একটি প্রাচীনতম জনপদ। বদর পীরের মাজার, ভীমেরগড়, লালদিঘী ৯ গুম্বুজ মসজিদ, নান্দিনার দিঘি, গোপালপুর জমিদার বাড়ী ইত্যাদি প্রচীন স্থান সমূহ এই উপজেলার অন্ড়্গত।

অবস্থান ও আয়তন সংক্রান্ড়্

বদরগঞ্জ উপজেলা রংপুর জেলা সদর থেকে ২৩ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত ।এর উত্তরে তারাগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে মিঠাপুকুর ও নবাবগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে রংপুর সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে পার্বতীপুর উপজেলা ও সৈয়দপুর উপজেলা অবস্থিত ।এ উপজেলার আয়তন ৩০১.২৯ বগকিলোমিটার।

- গ্রামের সংখ্যাঃ৬৪ টি ।
- মৌজার সংখ্যাঃ৬৪ টি ।
- ইউনিয়নের সংখ্যাঃ১০ টি ।
- পৌরসভার সংখ্যাঃ১ টি ।
- নদনদীর সংখ্যাঃ৪ টি (যমুনেশ্বরী, ঘৃলাই, চিকলি ও করতোয়া)

নামকরণঃ

আধ্যাত্মিক সূফিসাধক ও দরবেশ হজরত শাহ বদর (রাঃ) এর নামানুসারে বদরগঞ্জ নামকরণ করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। বদরগঞ্জ পৌর বাজারে তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ আছে।

জনসংখ্যা সংক্রান্তঃ

২০১১ সালের শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার সর্বমোট জনসংখ্যা ২,৮৭,৭৪৬ জন, জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৫৫ জন (প্রতি কি.মি)।

লিঙ্গ ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ পুরুষ-১৪৪২৫৪ জন, মহিলা-১৪৩৪৯২ জন ।

ধমভিত্তিক জনসংখ্যাঃ ইসলাম-২৫২০৫০ জন, হিন্দু-৩২৭৯১ জন, খ্রীষ্টানঃ ১৬৯২ জন, বৌদ্ধ-৩৯ জন, অন্যান্যঃ ১১৭৪ জন ।

ভোটার সংখ্যাঃপুরুষ-৯৪৯৮৯ জন, মহিলা-৯৬০০৬ জন ।

নৃতাত্বিক জনগোষ্টিঃ

সাওতাল-৩৮২২ জন, উরাও-৩৯২০ জন, মুসহার-৪৯৭ জন, তুরি-৬৩ জন ও কমকার-১৩৩ জন

প্রধান পেশাঃকৃষি,মৎস্য ও ব্যবসা ।

ভূমি সংক্রান্তঃ

আবাদি জমির পরিমান-৫৫২১৩ একর, অনাবাদি জমির পরিমান-১৭৯৯৩ একর, জলাশয়-২২৫ একর। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যাঃ ৯ টি। বন্দোবস্ড়যোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমানঃ ১৬১.৯৯ একর। অকৃষি খাস জমির পরিমানঃ ৪৬.৬৮ একর। অর্পিত সম্পত্তির পরিমানঃ ৫৯০.২৩ একর। পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমানঃ ২৭.১২ একর। অর্পিত পুকুরের সংখ্যাঃ ১২ টি। আশ্রয়নের সংখ্যাঃ ১ টি। গুচ্ছগ্রামের সংখ্যাঃ ৩ টি (১ টি নির্মানাধীন)। ২০১২-১৩ অর্থবছরে খাস জমি বন্দোবস্ত গ্রহণকারি পরিবারের সংখ্যাঃ ৫২ টি । হাট বাজারের সংখ্যাঃ ২৪ টি। জলমহালের সংখ্যাঃ ৩০ টি (২০ একরের নীচে-২৪ টি, ২০ একরের উর্দ্ধে ৬ টি) । মোট বনাঞ্চল জমির পরিমানঃ ১০১১.৮৩ একর ।

শিক্ষা সংক্রান্তঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ১৫৯ টি । কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যাঃ৪ টি । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ৪৩ টি । নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ১০ টি । স্কুল এন্ড কলেজের সংখ্যাঃ ৩ টি । মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ৫ টি । ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ২ টি । এবতেদায়ি মাদ্রাসাঃ ২৪ টি । দাখিল মাদ্রাসাঃ ২৪ টি । আলিম মাদ্রাসাঃ ৪ টি । ফাজিল মাদ্রাসাঃ ১ টি। শিক্ষার হার : ৪৩%

যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্তঃ

রেল লাইনের দৈঘ্যঃ ১৮ কি.মি । পাকা সড়কঃ ১০৬ কি.মি. । কাচা সড়কঃ ৪৩৭ কি.মি. ।ব্রীজঃ ৬৪ টি । কালভাটঃ ১৫২ টি ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্তঃ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ ৩১ শয্যাবিশিষ্ট । ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ ৪ টি । ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ৩০ টি । ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রঃ ১০ টি । জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারঃ ১.৪৮%

প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদন সংক্রান্তঃ

ধান-১৩৯৪৪২ মে.টন, গম-৩৯৩০ মে.টন, আলু-৬৯৩০০ মে.টন, ভূট্টা -১১১০০ মে.টন, শাক সবজী- ২৯০০০ মে.টন, আখ-৬৬০০০ মে.টন, পাট-২৩৮৬৫ মে.টন খাদ্য গুদামের সংখ্যাঃ ৪ টি (৫০০ মে.টনের-৩ টি, ১০০০ মে.টনের-১ টি)

ধর্মীয় প্রতিষ্টান সংক্রান্তঃ

মসজিদের সংখ্যাঃ ৩৯৫ টি, মন্দিরের সংখ্যাঃ ১০৮ টিা, গীঁজার সংখ্যাঃ ৩ টি, বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যাঃ ৩ টি ।

শিল্প প্রতিষ্টান সংক্রান্তঃ

শিল্প প্রতিষ্টানের সংখ্যাঃ ২ টি । শ্যামপুর সুগার মিলস ও অ্যাপেল সিরামিকস।

সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্তঃ

উপকারভোগীর সংখ্যাঃ বয়স্ক ভাতা-৫৬৫৫ জন, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা-৬২১ জন, বিধবা ও পরিত্যাক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা-২৫৬২ জন, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা-১২৭ জন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কমসূচী-৪৩ জন, ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম-২৪৯ জন, ভিজিডি কাযক্রম-২৮০৫ জন, মাতৃত্বকাল ভাতা কাযক্রম-২৯০ জন।

দর্শণীয় স্থান সমুহঃ

লালদীঘি ৯ গম্বুজ মসজিদ, গোপালপুর জমিদারবাড়ী, অবসরা ও নান্দিনার দীঘি

প্রধান সমস্যা সমুহঃ

- বাল্য বিবাহ
- মাদক দ্রব্যের ব্যবহার
- শিক্ষার হার কম
- দারিদ্রতা

বদরগঞ্জ উপজেলার পটভূমিঃ

বদরগঞ্জ উপজেলা ঐতিহাসিক এবং ব্যবসা বানিজ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি স্থান। বদরগঞ্জের আরেক প্রাচীন নাম কুমারগঞ্জ। প্রাচীনকালে এখানে কামার, কুমার, জেলে প্রভৃতি সম্প্রাদায়ের মানুষ বসবাস করতো। কুমার গোষ্ঠির কারনে এর নাম হয়েছিল কুমারগঞ্জ যা ব্রিটিশ আমল পযন্ত বলবৎ ছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ নং রেগুলেশন অনুযায়ী কুমারগঞ্জ তৎকালীন রংপুর জেলার ২১ টি থানার একটি। ১৮২৯ খ্রিঃ উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে কোম্পানি সরকার জেলাসমূহ মহকুমা এ বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বদরগঞ্জ থানা রংপুর সদর মহকুমার আওতায় ছিল। ১৯৮৪ খ্রিঃ ১ ফেব্রুয়ারী প্রশাসনিক পরিবতনের ফলে রংপুর জেলার আওতায় বদরগঞ্জ উপজেলা হিসাবে প্রশাসনিক স্বকৃতি লাভ করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় ব্রিটিশ আমোলে বদরগঞ্জে এক প্রভাবশালী জমিদার শ্রী বৈকুন্ঠ বরাট তার নাম অনুসারে এই এলাকার নাম বৈকুন্ঠপুর করে ছিলেন। প্রাচীন কালে বৈকুন্ঠপুর জঙ্গলে পরিপূন এবং নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি স্বপদসংকুল স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল এবং এই স্থান চোর দস্যুদের অভয়ারণ্য হিসাবে পরিগনিত ছিল। পরবতীতে আধ্যাত্মিক সুফি সাধক ও দরবেশ হযরত শাহ বদর (রঃ) এর নামানুসারেই বদরগঞ্জ নামকরণ হয়েছে বলে লোকশ্রুতি আছে। বদরগঞ্জের কেন্দ্রস্থলে তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ রয়েছে। আবার অনেকের ধারণা গৌরের নবাবের প্রতিনিধি বদরজঙ্গের নাম অনুসারে এ উপজেলার নামকরণ হয়েছে। জন নন্দিত মহান সাধক পীর ও ইসলাম প্রচারক হযরত শাহ্ বদর (রঃ) বা বদর পীর (রঃ) এর স্মৃতি সমুজ্জল বদরগঞ্জ একটি বিখ্যাত জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছে। তিনি কে, কোথাকার মানুষ, কোন সময়ে তিনি এ অঞ্চলে পদার্পন করেছেন যা আজও অজানা।

ইউনিয়ন সমূহ

বদরগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন সমূহের নাম ও জনসংখ্যাঃ (২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)

ইউনিয়ন সমূহের নাম/ পৌর	জনসংখ্যা (জন)
পৌর	২৫২৮৬
৬ নং রাধানগর	২৩০৯৩
৭ নং গোপীনাথপুর	২৫০৭৪
৮ নং রামনাথপুর	২৯২৩২
৯ নং দামোদরপুর	২৮৩১০
১০ নং মধুপুর	৩১২৫৭
১১ নং গোপালপুর	২৮২৫২
১২ নং কুতুবপুর	২৩৪১০
১৩ নং কালুপাড়া	১৯৬৯৭
১৪ নং বিষ্ণুপুর	২৯৮৬০
১৫ নং লোহানীপাড়া	২৪২৭১

প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ

ক্রমিকনং	নাম	পদবী
১	হাজী ছফির উদ্দিন শাহ	রাজনীতিবীদ
২	বাচ্চা মিয়া পাইকার	রাজনীতিবীদ
৩	আবুল হোসেন মিয়া	রাজনীতিবীদ
৪	শাহ আজিজুল হক	রাজনীতিবীদ
৫	ইদ্রিস লোহানী	রাজনীতিবীদ
৬	আনিসুল ইসলাম চৌধরী	রাজনীতিবীদ
৭	শরীয়তুল্লা	কবি
৮	জামাল উদ্দিন শাহ	কবি
৯	মুহাম্মদ ইব্রাহিম	কবি
১০	ড: সৈকত আসগর	গবেষক
১১	ঠাকুর প্রসাদ রায়	রাজনীতিবীদ
১২	আসিমুল্লাহ মন্ডল	রাজনীতিবীদ

দর্শনীয় স্থান

ক্রমিক	নাম	কিভাবে যাওয়া যায়	অবস্থান
১	ব দ র বাবা মাজার	রংপুর থেকে যে কোন যান যোগে বদরগঞ্জ উপজেলায় পৌছে পৌর বাজারের মধ্য স্থানে বদর বাবার মাজার অবস্থিত।	
২	লালদিঘি মসজিদ	বংপুর জেলা শহর থেকে পশ্চিম দিকে পাবর্তীপুর গামী পাকা সড়ক দিয়ে আনুমানিক ৩৫ কি:মি: দূরে যেকোন যানবাহনে মসজিদটিতে যাওয়া যাবে।	
৩	ভীমের গড়	রংপুর জেলা শহর থেকে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে পাবর্তীপুর রাস্তায় ৮ কি:মি: গিয়ে লাহাড়ীর হাটের দক্ষিণে অনুমানিক ৫ কি:মি: যেকোন যানে ভীমের গড়ে যাওয়া যায়।	
৪	ঝাড়ুয়ার বিল	রংপুর জেলা শহর থেকে পাবর্তীপুর সড়ক ধরে আনুমানিক ৩০ কি:মি: দূরে যেকোন যানে যাওয়া যায়।	

খেলাধূলা ও বিনোদন

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই পৃতিবীতে খেলাধুলারও প্রচলন ঘটেছে। আধুনিক বিশ্বের এই বিকশিত সভ্যতাতে ক্রীড়াঙ্গনের অবদন বিশাল এবং ব্যাপক। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। ক্রীড়াঙ্গনের ক্ষেত্রে বদরগঞ্জ উপজেলারও রয়েছে নিজেস্ব ঐতিহ্য। এ উপজেলার দেশীয় ও আঞ্চলিক খেলাসমূহের মধ্যে হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, এক্কাদোক্কা, বৌচি, ডান্ডাগুলি (স্থানীয় ভাষায় চেংকু-পেনটি), লাঠিখেলা, তরবারী খেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, এথলেটিকস ইত্যাদি সমসাময়িক খেলাধুলা এ উপজেলায় বিভিন্ন সময় আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ভৌগলিক পরিচিতি

রংপুর জেলা সদর থেকে পশ্চিম দিকে ২৩ কিঃ মিঃ দূরে যমুনাশ্বরী, চিকলী ও গড় ডাঙ্গী নদীর মিলন স্থলে বদরগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। বিশ্বমানচিত্রে বদরগঞ্জ২৫০-.৩২’ থেকে ২৫০.৪৬’ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০.৫৬’থেকে ৮৯০.১০’পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে তারাগঞ্জ উপজেলা পূর্বে সদর উপজেলা দক্ষিণে মিঠাপুকুর ও দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে করতোয়া নদী ও দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলা অবস্থিত। বদরগঞ্জ উপজেলার আয়তন ৩০১.২৯ বর্গ কিমি। ১০ টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভা নিয়ে বদরগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত।

নদ-নদী

একাধিক নদী বদরগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহমান। এদের মধ্যে যমুনেশ্বরী, চিকলী এবং করতোয়া উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে যমুনেশ্বরী অধিকতর খরস্রোতা নদী।প্রবাহ পথে এটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম ধারন করেছে, কোথাও দেওনাই, কেথাও চারালকাটা, কোথাও করতোয়া আবার কোথাও যমুনাশ্বরী। বতর্মানে এই সকল নদীতে পানির প্রবাহ অত্যান্ড় কম। কারণ এই সকল নদীর প্রবাহ ভূ-গভর্স্থ পানি এবং বৃষ্টির পানির উপর নিভর্রশীল। যমুশ্বরী নদী বৃহত্তর রংপুর এবং বগুড়া জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাবনা জেলার বাঘাবাড়ির নিকট হুরা সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ করতোয়া নদী বদরগঞ্জের পশ্চিম পাশদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বতর্মানে এই নদী রংপুর-দিনাজপুর এর পশ্চিম-দক্ষিনের সীমা রেখা নিধরন করছে। বতর্মানে নদীটিতে নাব্যতা নেই বললেই চলে। শুধু কালের সাক্ষী হিসাবে এখও ধীরগতিতে প্রবাহমান। চিকলি নদীর উৎপত্তি একটি বিল থেকে। নীলফামারী জেলারর ডোমার থেকে প্রায় ৩ কি:মি: দক্ষিণে এই বিল অবস্থিত যা জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে তারাগঞ্জ উপজেলা হয়ে বদরগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করেছে এবং বদরগঞ্জ বন্দরের কাছে যমুনেশ্বরীর সাথে মিলিত হয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্য

আদিকাল থেকেই বদরগঞ্জ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটি উত্তম স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। মূলত ভূ-অস্থানগত এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যস্থার করণে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবসায়িদের আকৃষ্ট করত। এর পশ্চিমে ৮০ কি:মি: এর মধ্যে ভারতের সীমানা থাকায় দেশ বিভাজনের পূর্বে এখান থেকে প্রচুর পন্য যেমন পাট, ধান, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি ভারতে রপ্তানি হতো। অতীতে এই এলাকায় বিশেষকরে পাটের উৎপাদন প্রচুর পরিমানে হওয়ায় দেশের বাহির থেকেও অনেক ব্যবসায়ি এখানে এসে পাটের গুদাম গড়ে তোলে এবং এখান থেকে পাট দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করত। বর্তমানে পাটের উৎপাদনে ভাটা পরলেও ধানের উৎপাদন অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি পণ্য যেমন পেয়াজ, রসুন, শাক, আলু, আখ, ভূট্টা ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে উৎপাদন হয়। এছাড়া ফলমূলের মধ্যে হাড়িভাঙ্গা আম এবং দিলালপুর লিচু অত্র এলাকায় প্রচুর পরিমানে উৎপাদন হওয়ায় মৌসুমে এখান থেকে দেশের অন্যান্য স্থনে প্রচুর পরিমানে আম ও লিচু রপ্তানী হয়ে থাকে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দুই কৃষি পণ্য নতুন এক ক্ষেত্র তৈরী করেছে। বদরগঞ্জে কৃষি পণ্যের মধ্যে ধানের উৎপাদন বেশী হওয়ায় এখানে ধান ও চালের আরত ব্যবসা যেমন তৈরী হয়েছে তেমনি ধান থেকে চাল তৈরী করার চাতাল ব্যসাও তেমনি বেশ প্রসার লাভ করেছে।ভারী শিল্পের মধ্যে দুইটি শিল্প শ্যামপুর সুগার মিলস লি: এবং ব্যক্তি মালিকানায় অ্যাপেল সিরামিকস বদরগঞ্জের ব্যবসা বণিজ্যে এক মাত্র যোগ করেছে। শ্যামপুর সুগার মিলস লি: ১৯৬৪ সালে গোপালপুর ইউনিয়নের শ্যামপুর রেলস্টেশনের পাশে ১১১.৩৭ একর জমির উপর স্থাপিত হয়। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আশেপাশে অনেক সহায়ক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনাব মো: আনিসুল ইসলাম মন্ডল ২০০৭ সালে বদরগঞ্জ পৌর এলাকার শাহপুরে প্রায় ২৫ একর জমির উপর অ্যাপেল সিরামিকস ইন্ডাট্রিজ স্থাপন করেন। টাইলস, বেসিন, প্যান, ট্যাব ইত্যাদি এখানে উৎপাদন হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়।

হাট-বাজার

হাট-বাজারের তালিকা

ক্রংনং	অবস্থান	হাটের নাম	তফসিল				মন্তব্য
			মৌজা	খংনং	দাগনং	পরিমান (একরে)	
০১।	পৌর	বদরগঞ্জ হাট	বদরগঞ্জ	০১	১১১ ৪৮ ৪৯ ১৮৮৯	১.৬৩ ১.১০ ০.২০ ১.০০ ৩.৬৩	পৌর সভা পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০২।	দামোদরপুর	শেখের হাট	গোপালপুর	০১	২০৪৬	০.৭৪	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০৩।	,,	চিলাপাকের হাট	গোপালপুর	০১	১	০.৮৯	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০৪।	লালবাড়ী	কালীগঞ্জ হাট	খাগড়াবন্ধ	০১	৩৪২৭	১.৬৭	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ-
০৫।	,,	কচুবাড়ী হাট	ছোট হাজীপুর	০১	১৯০৫ ১৯০৬ ১৯০৭ ১৯০৮ ১৯০৯ ১৯১০	০.২৫ ০.২৪ ০.০৬ ০.১২ ০.১৪ ০.০৬ ০.৮৭	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০৬।	,,	শীবের বাজার	বুজরুক হাজীপুর	০১	১০৮৭	০.৩৬	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০৭।	রামনাথপুর	ট্যাক্সের হাট	রামকৃষ্ণপুর	০১	৩৭৬	০.৮৪	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০৮।	গোপালপুর	শ্যামপুর হাট	কিসমত বসন্তপুর	০১	৩৮৩ ৩৮৫ ৫০৩ ৫১১ ৫১৪	০.৬৪ ০.১৯ ০.৪৬ ০.০৬ ০.০৪ ১.৩৯	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
০৯।	,,	গোপালপুর হাট	গোপালপুর	০১	৮৩৭৩ ৮৩৩৪	০.২৫ ০.১২ ০.৩৭	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১০।	,,	ময়নাকুuঁড় হাট	শিবপুর	০১	৪৬০০ ৪৬০১ ৪৬০২	০.২৫ ০.২৬ ০.০৯ ০.৬০	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১১।	দিলালপুর	পাঠানের হাট	রাধানগর পাঠানপাড়া	০১	১৩৪০	০.৩১	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১২।	,,	লালদীঘি হাট	রাধানগর	০১	৩	০.৫৪	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১৩।	,,	মাদারগঞ্জ হাট	দিলালপুর	০১	২২২২ ২২২৩	০.০৫ ০.৫৫ ০.৬০	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ

১৪।	,,	ধোলাইঘাট হাট	দিলালপুর	০১	৪৫৪৩ ৪৫৪৪	০.৫৩	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১৫।	গোপীনাথপুর	মুচির হাট	মৌয়াগাছ	০১	৬৪ ১৬১	০.৭০ ০.৮৮ ১.৫৮	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১৬।	,,	বুড়িরপুকুর হাট	ডাঙ্গাপাড়া	০১	৩৫০০ ৩৫১৪ ৩৫১৫ ৩৫১৬ ৩৫১৭ ৩৫১৮ ৩৫১৯ ৩৫২০	০.০৭ ০.০২ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০৭ ০.০৯ ০.১৩ ০.৬৮	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১৭।	,,	বালাডাংগা হাট	ডাঙ্গাপাড়া	০১	৮২৩ ৮২৪	০.২৪ ০.২৮ ০.৫২	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১৮।	,,	বোর্ড হাট	খিয়ারপাড়া	০১	১৭৪৮ ১৭৫০	০.২৩ ০.১৪ ০.৩৭	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
১৯।	,,	শালবাড়ী হাট	খিয়ারপাড়া	০১	৩২৪২ ৩২৪৩ ৩২৪৮	০.২০ ০.২২ ০.২০ ০.৬২	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
২০।	মধুপুর	উঃ বাওচন্ডি হাট	উত্তর বাওচন্ডি	০১	৪৭৬৬ ৪৭৭১	০.৪৬ ০.৯৬ ১.৪২	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
২১।	,,	দাড়ার হাট	মধুপুর	০১	৭০৭ ৭০৮ ৭০৯	০.০৭ ০.১১ ০.০৬ ০.২৪	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
২২।	লোহানীপাড়া	কাঁচাবাড়ী হাট	কাঁচাবাড়ী	০১	১০২৮ ১০২৯	০.৩৩ ০.৩৫ ০.৬৮	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
২৩।	,,	মন্ডলের হাট	লোহানীপাড়া	০১	৮৬৮৭ ৮৬২৭ ৮৬৮৬ ৮৬৮৮	০.২৮ ০.১৭ ০.০০৫ ০.০৪৫ ০.৫০	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ
২৪।	কুতুবপুর	নাগের হাট	কুতুবপুর	০১	৩৬৩৬ ৩৬৪০ ৩৬৪৫	০.৩৭ ০.৩৬ ১.৬২ ২.৪৫	উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ

হোটেল ও আবাসন

বদরগঞ্জ রংপুর জেলা থেকে মাত্র ২৩ কি:মি: দূরে অস্থিত হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যান্ড় ভাল হওয়ায় এখানে এখন পর্যন্ড় মানসম্মত হোটেল/মোটেল গড়ে হঠেনি। তবে জেলা পরিষদের পরিচালনায় নব নির্মিত একটি দ্বিতলা বিশিষ্ট ডাক বাংলো রয়েছে। এটি পৌর বাজারের মধ্যে বদরগঞ্জ পৌর সভার পাশেই অবস্থিত।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

উপজেলা বদরগঞ্জের রাস্ড়া ঘাট অতীতে কাঁচা থাকার কারণে পশ্চাৎপদ উপজেলা হিসেবে পরিগণিত ছিল। পরবতীতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যপক উন্নয় সাধিত হয়। জেলার সাথে যোগাযোগের একমাত্র সর ্ রাস্ড়াটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের কাছে হস্ড়াতর করার পর এটি সম্প্রাসান করা হয়। যা রংপুর এবং দিনাজপুর জেলাকে সংযুক্ত করেছে। দামুদারপুর, কালুপাড়া, লোহানীপাড়া, রাধানগর, মধুপুর ইউনিয়নের মাটিতে তুলনামূলকভাবে বালির পরিমান বেশী থাকায় গ্রমীন রাস্ড়াসমূহ তুলনামূলক কম স্থায়ী হয়ে থাকে। তবে ইউনিয়নের সাথে উপজেলার যোগাযোগ ভালো। সকল ইউনিয়নই উপজেলার সাথে পাকা রাস্ড়ার মাধ্যমে সংযুক্ত। সকল ধরনের যান এই সকল রাস্ড়ায় চলাচল করে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় উপজেলা থেকে দেশের যেকোন স্থানে সহজে ভ্রমন করা যায়। সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা যোগ হয়েছে।১। স্টেশন মাস্টার, বদরগঞ্জ০১৭৩৭২২০৭১ ২। ঢাকা গামী কোচ সাভিসক) হক এন্টার প্রাইজখ) আগমনী, রংপুর০৫২১৬৫১৩৩, ০১৭১২০৯২১২৩গ) এসআর, রংপুর০৫২১৬১৮৯১,০১১৯৩০০৩৯১০ঙ) টিআর, রংপুর০৫২১৬৭৭৮১, ০১১৯৫১১৬২১৮

প্রাথমিক শিক্ষা:

১। রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন(রস্ক): বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগীতায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালিত এ প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থবছরে চালু হয় । যেখানে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সি ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা দান করা হয়।

২। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প : ঝরে পড়া রোধ কল্পে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০% উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

৩। স্কুল ফিডিং কমসূচি : উপস্থিতি বৃদ্ধি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগীতায় অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম ওজনের উচ্চ পুষ্টি সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

২.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্খহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা ‘সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা’ প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

২.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

২.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

২.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেঁশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের

সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এঁা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

২.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গ্রহণ করে জুন

মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

৩.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

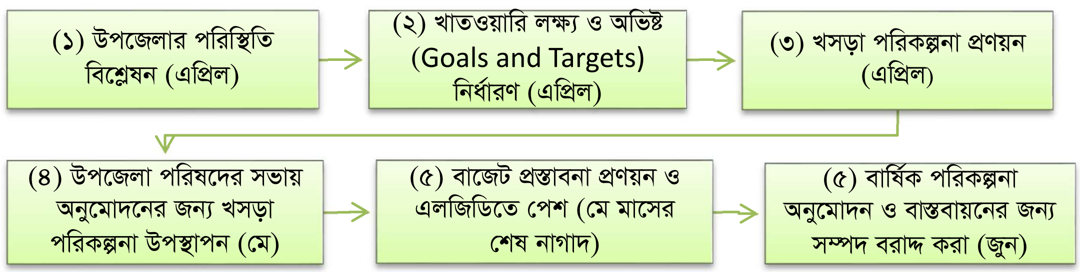

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য একটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

<u>পরিকল্পনার ফরম্যাট</u>

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	এনজিওসমূহের প্রকল্প
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৬০,০০,০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	২,২২,০১,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	৫১,৭৫,৪৫,৯৭৫.০০
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যেও প্রকল্প	৪,১৬,৬২,১৯৭.০০
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	 ৫০,০০,০০০.০০ ২,৮৮,৯৫,৩৫৮.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

<u>উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন</u>

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নেড়ব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় μমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী □য় প্রা□য়ায় অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৮০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	২৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যন ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন

৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিস্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিস্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৪

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
		ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ৩৭৫টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।		

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
২৩৪৪৬	২৪৫২৪	৪৭৯৭০	৩৩৮৩৪	৬০৭৫	৫১৮	১০৮	৪০৫৩৫

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্স বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা- ২৪৭৩৯	টিফিন বক্স বিতরণ- ২১০২৮
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	১৮০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	২৩৮ টি

সমাজসেবা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০১৭-১৮ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	১০,৫৮১ জন	১০৫৫ জন	১১,৬৩৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩১৯৮ জন	৩০৫ জন	৩৫০৩ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	২৪২৫ জন	২১৯ জন	২৬৪৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৭৪৪ জন	-	৭৪৪ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	১১৩ জন	-	১১৩ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৬ জন	০৬ জন	০৬ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৫ জন	১৫ জন	১৫ জন

আর এস,এস কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	৩,৬০,০০০/	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	-	১০০%
২	ইউনিসেফ তহবিল	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৩,৯২,৪৯৫/	৭,৫০৫/-	৯৮%
৩	বিশেষ তহবিল	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	-	১০০%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	-	১০০%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	-	১০০%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৪৮,৫০,০০০/-	৪৮,৫০,০০০/-	৫৩,৩৫,০০০/	৪০,১৫,০০০/-	১৩,২০,০০০/-	
সর্বমোট		৮৪৪২৫০০/-	৮৪০৫৫০/-	৮৮৯০৫০০/-	৭৫৬২৯৯৫/-	১৩২৭৫০৫/-	৯৫%

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪,৮৭,১৮৭/	১৪,৭৭,১০০/-	১৪,৭৭,১০০/-	১১,৪২,৬০০/	৩,৩৪,৫০০/	৭৭%

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	স্বল্প মেয়াদী (শস্য) ঋণ	৪৫৫.০২	৪৫১.৯৭	৪২৬.৭৭	৩৬০.৫৪	৮৪%	৯১.৪৩
০২	মেয়াদী (সেচ যন্ত্র)	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২১৭.১১	৯৩%	১৭.০৮
০৩	মউ	ব্যাংক-১৯৬.৫৯ নিজস্ব-১৭.০২	১৯৬.৫৯ ১৭.০২	১৭৬.৫৯ ১৪.০২	১৭৬.৪২ ১৩.৬৩	৯৯% ৯৭%	২০.১৭ ৩.৩৯
০৪	আবর্তক (কৃষি)	১৪.০৯	৮৫.৮৬	৭৬.০৬	৭০.৫৬	৯৩%	১৫.৩০
০৫	সদাবিক	৬৬.০০	১৮০.১৬	১৬৪.২১	১১১.৪৬	৬৮%	৬৮.৭০
০৬	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	১৭.০০	৪৩.৭৭	৩৬.৪১	২৭.৬৮	৭৬%	১৬.০৯
০৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	১৭.৯৯	২৯.৭৫	২২.৫৩	১২.৭১	৫৬%	১৬.৪৪
০৮	অপ্রধান শস্য উৎপাদন	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	১০০%	--
০৯	পজীপ	১১৯.৫৮	৩১০.০০	২৩২.৯৪	২২২.২৯	৯৫%	৮৭.৭১
	মোট=	১১৩৯.৮৫	১৫৯১.৬৪	১৩৮৬.০৯	১২১৪.৭৭	৮৮%	৩৩৬.৩১

<u>**অংশীদ্বারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) তথ্যাবলী ঃ-**</u>

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়নের সংখ্যা-০২ টি (খ) গ্রাম সংখ্যা- ২৪ টি
(গ) ইউসিসি স্কীম- ০৬ টি (ঘ) জিসি স্কীম- ২৪ টি
(ঙ) ইউসিসি গঠন- ০২ টি (চ) ইউসিসিএম- ২৪ টি।
(ছ) গ্রাম কমিটি গঠন- ১৬ টি (জ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৫০ টি
(ঝ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৮৫ টি (ঞ) সুবিধাভোগী- ২৫,১২০ জন।

<u>**অংশীদ্বারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) এর তথ্যাবলী ঃ-**</u>

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়রেন সংখ্যা-০৪ টি (খ) গ্রাম সংখ্যা-২৬ টি
(গ) ভিডিসি স্কীম- ১৯ টি (ঘ) ইউসিসি গঠন- ০৪ টি
(ঙ) ইউসিসিএম- ৬৬ টি (চ) গ্রাম কমিটি গঠন- ২৬ টি
(ছ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৪৪ টি (জ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ৩৭ টি
(ঝ) সুবিধাভোগী- ১৫,৭৫০ জন।

<u>**পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) এর তথ্যাবলী ঃ-**</u>

(ক) বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৮৪ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা-২,০১২ জন (গ) শেয়ার আমানত- ৫,২০,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত-২৫,৪০,০০০/- টাকা ।

<u>মহিলা বিষয়ক কার্যালয়</u>

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ১০,৬১,৯৬৬/-
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ২৮,১১,৯৯৯/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ২৭৬জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ৩১ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ ৬০ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ২১টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ১৬ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ ৫টি।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর = ২,৫০২ জন

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা
০১	রসুলপুর	১৪৬ জন
০২	বারবাড়ীয়া	১১৩ জন
০৩	চর আলগী	১৮০ জন
০৪	সালটিয়া	১৮৫ জন
০৫	ঐশরা	১৫৭ জন
০৬	রাওনা	১৬২ জন
০৭	মশাখালী	১৭৮ জন
০৮	গফরগাঁও	১৭৮ জন
০৯	পাঁচবাগ	১৭৪ জন
১০	উস্থি	১৪২ জন
১১	লংগাইর	১৪৬ জন
১২	পাইথল	১৫২ জন
১৩	দত্তেরবাজার	১৮৯ জন
১৪	নিগুয়ারী	২১৭ জন
১৫	টাংগাব	১৮৩ জন
	মোট=	২,৫০২ জন

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনাঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫ এডিপির প্রকল্প উপজেলা বদরগঞ্জ,জেলা–রংপুর প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত বাজেট	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪
	উপজেলা পরিষদ		
১	বদরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ	১০০০০০০.০০	এডিপি
২	বদরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিস্ঠানে ওয়াশব্লক নিমাণ	৫০০০০০.০০	এডিপি
৩	বদরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিস্ঠানে ল্যাপটপ বিতরণ	৩০০০০০.০০	এডিপি
৪	গোপীনাথপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২০০০০০.০০	এডিপি
৫	গোপীনাথপুর ইউনিয়নের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করন।	১০০০০০.০০	এডিপি
৬	রামনাথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিস্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহকরণ	১৫০০০০.০০	এডিপি
৭	রামনাথপুর ইউনিয়নের প্রান্তিক কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	১৫০০০০.০০	এডিপি
৮	দামোদরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহকরণ	১০০০০০.০০	এডিপি
৯	দামোদরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ	২০০০০০.০০	এডিপি
১০	১০ নং মধুপুর ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিস্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ	১০০০০০.০০	এডিপি
১১	রামনাথপুর ইউনিয়নের রাস্তা সিসিকরণ	২০০০০০.০০	এডিপি
১২	রামনাথপুর ইউনিয়নের রাস্তা এইচবিবি করণ	২০০০০০.০০	এডিপি
১৩	রামনাথপুর ইউনিয়নের রাস্তা সোলিংকরা	৮০০০০০.০০	এডিপি
১৪	কালুপাড়া ইউনিয়নের রাস্তা সিসিকরণ	৭৫০০০০.০০	এডিপি
১৫	কালুপাড়া ইউনিয়নের রাস্তা এইচবিবি করণ	২৪০০০০.০০	এডিপি
১৬	কালুপাড়া ইউনিয়নের রাস্তা সোলিংকরা	৩৫০০০০.০০	এডিপি
১৭	১৪ নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন ০৯নং ওয়ার্ডের ওসমানপুর খৈদাপাড়া আছিমুদ্দির বাড়ি হইতে আনোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত এইচ বি বি করণ।	৪৫০০০০.০০	এডিপি
১৮	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডের সাহেব গঞ্জ নিরানের বাড়ী হতে সুবোধের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	২০০০০০.০০	এডিপি
১৯	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের কাচাবাড়ী মৌলভীপাড়া (খামার) শাহাজান আলীর বাড়ীর সামনের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান	১০০০০০.০০	এডিপি
২০	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের কাচাবাড়ী পেশকার পাড়া মিন্টুর বাড়ীর সামনের রাস্তায় ইউড্রন নির্মাণ	১০০০০০.০০	এডিপি

২১	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের কাচাবাড়ী বানিয়াপাড়া মমিনুলেব বাড়ী হতে আফাজের হয়ে বটতলীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন	২০০০০০.০০	এডিপি
২২	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের মাদাইখামার চৌপথির হাট হতে সাইফুলাহ মাস্টারের বাড়ী হতে কুড়াপাড়া তেপুথি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	২০০০০০.০০	
২৩	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৯ নং ঘিরনই মালতোলা মোফাজ্জলের বাড়ীর সামনের রাস্তায় পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মান	১০০০০০.০০	
২৪	রাধানগর মাদ্রাসা পাড়া (০৬ নং ওয়াড) জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়ী হতে ওহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	৫০০০০০.০০	
২৫	উত্তর মোকছেদপুর প্রামণিক পাড়া হতে ঝাড়ুয়ার হাট রাস্তা এইচবিবি করণ	১৯৪০৯৮৩.০	
২৬	০৬ নং রাধানগর ইউনিয়ন ০২নং ওয়ার্ডের দিলালপুর বালাপাড়া অহিদুল মেম্বারের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে ১৫ফুট স্লাবসহ পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	১০০০০০.০০	
২৭	০৬ নং রাধানগর ইউনিয়ন ০৩নং ওয়ার্ডের দিলালপুর জুম্মাপাড়া বাবরের বাড়ী হইতে খাদেমুলের বাড়ী পর্যন্ত পূর্ব দিকে ০৭ ফুট স্লাব সহ পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মা	২০০০০০.০০	
২৮	১৪নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহকরণ।	১৫০০০০.০০	
২৯	১৪নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ সরবরাহকরণ	১৫০০০০.০০	
৩০	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের কাঁচাবাড়ি পশ্চিমপাড়া মন্টুর বাড়ীর সামনে রাস্তায় পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মঠু	১০০০০০.০০	
৩১	লোহানীপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় খেলাধূলার সামগ্রী ক্রয় পূর্বক বিতরণ	২০০০০০.০০	
৩২	১১নং গোপালপুর ইউনিয়নের মুসলিমের মোড় আফজাল দোকানীর বটতলা থেকে জোবেদা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	২০০০০০.০০	
৩৩	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য আইপিএস ও ২টি কম্পিউটার ক্রয়	২০০০০০.০০	
৩৪	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ	২০০০০০.০০	
৩৫	১০ নং মধুপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ ও বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত রিং স্লাব সরবরাহ	২০০০০০.০০	
৩৬	গোপালপুর ইউনিয়নে দরিদ্র/হতদরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ	২০০০০০.০০	
৩৭	গোপালপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী ফুটবল,ভলিবল ও ক্রিকেট সেট সরবরাহ	১০০০০০.০০	
৩৮	কুতুরপুর ইউনিয়নের দরিদ্র/হতদরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	১৫০০০০.০০	
৩৯	১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়নের নাটারাম পশ্চিমপাড়া হায়দারের বাড়ী হতে ইলিয়াছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দুইধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	

৪০	কালুপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহকরণ।	২০০০০০.০০	
৪১	কালুপাড়া ইউনিয়নের বৈরামপুর এতিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও বৈরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য অর্ডিনারি ক্লাস টেবিল সরবরাহ করণ।	২০০০০০.০০	
৪২	কালুপাড়া খাজেরের পাড়া মসজিদের নিকট ইউড্রেন সংস্কার।	১০০০০০.০০	

সপ্তম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৭.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করেঃ

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছেঃ

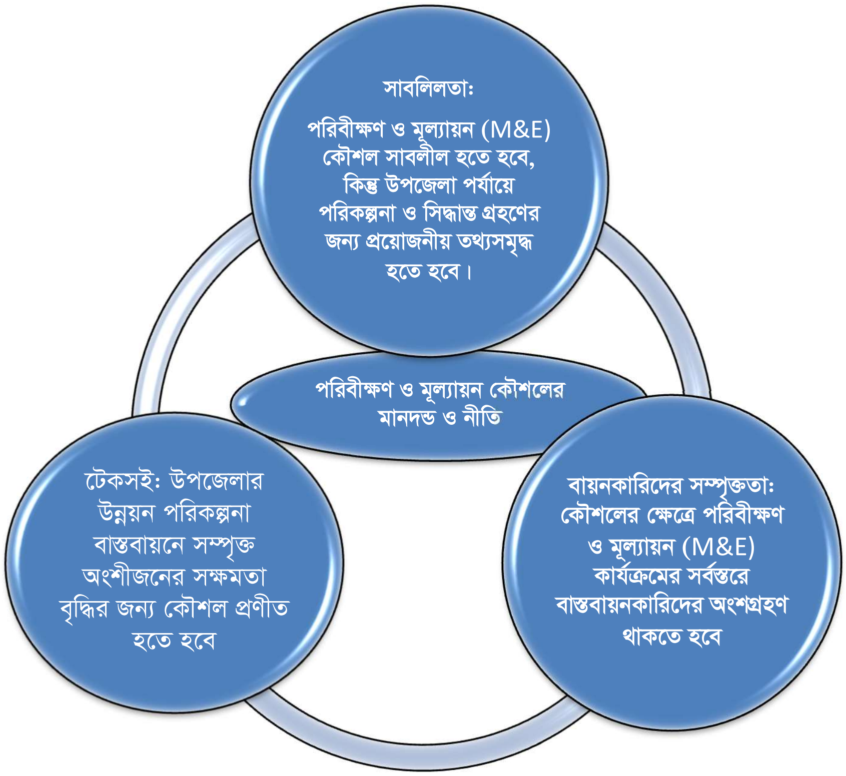

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৭.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৭.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশলঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন ব্যবহার নির্দেশিকাঃ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকাঃ